গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা)
ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫১৩৩০৫
ফ্যাক্স ঃ ৭১৬৬৩৮৩
ই-মেইল ঃ dosdgdbd@btcl.net.bd
Web site : www.dos.gov.bd

নং- ৭৬৯১/অইজ (সেল-১)/০৪/ ২০৪৭ তারিখঃ ১৭-১২-২০১২ইং

প্রকৌশলী ও জাহাজ জরীপকারক
এবং
অভ্যন্তরীণ নৌযান রেজিষ্ট্রার
ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল/খুলনা/চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ অভ্যন্তরীণ তেলবাহী (ট্যাংকার) নৌযানের অনুকূলে উপকূল অতিক্রমের অনুমতি প্রদান প্রসংগে।

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ৫৪(ক) ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ পালন সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ কার্গো নৌযানকে উপকূল অতিক্রমের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারেঃ-

১। নৌযানের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার উর্দ্ধে নির্মানকাল অনাধিক ১৫ বৎসর, তবে ৪৫ মিটারের উর্দ্ধের নৌযান শর্ত সাপেক্ষে উপকূল অতিক্রমের অনুমতি পাবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৪৫ মিটারের নীচের নৌযানগুলি শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর হতে বহিঃ নোঙ্গর পর্যন্ত বাংকার সরবরাহের অনুমতি পাবে। তবে মডিফিকেশন করা ট্যাংকার জাহাজ উপকূল অতিক্রমের অনুমতি পাবে না।
২। অধিদপ্তরের সার্কুলার অনুযায়ী নৌযানের পূর্নাঙ্গ Stability Booklet থাকতে হবে ;
৩। ন্যূনতম ৪টি চ্যানেল সহ (১৬,১৩,১২,০৬) একটি VHF থাকতে হবে ;
৪। ১টি ম্যাগনেটিক কম্পাস স্থাপিত থাকতে হবে ;
৫। কর্ণফুলী/পশুর এনডোর্সমেন্ট সহ ইনল্যান্ড মাস্টার ক্লাশ-১ সনদধারী মাস্টার নিয়োজিত থাকতে হবে তবে সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা বিধিমালা মোতাবেক BHP/গ্রস টন অনুযায়ী কর্ণফুলী/পশুর এনডোর্সমেন্ট সহ ২য় শ্রেনীর মাস্টার দ্বারা নৌযান পরিচালনা করা যাবে ;
৬। ২টি শক্তিচালিত নোঙ্গর থাকবে ; .
৭। ১টি বাতাসের হুইসেল (Air Horn) স্থাপন করতে হবে ;
৮। নৌযানে চট্টগ্রাম উপকূলীয় এলাকার চার্ট ও টাইড টেবিল এবং নদী বিজ্ঞপ্তি সংরক্ষণ করতে হবে ;
৯। পোর্টহোল, ডোর, হ্যাচ কভার সমূহে রাবার সীল স্থাপিত থাকতে হবে এবং মেইন ডেকের নীচের সমস্ত কম্পার্টমেন্ট পানি নিরোধক (Water Tight) হতে হবে।
১০। নৌযানে কমপক্ষে ৪০০ মিঃ মিঃ ফ্রি বোর্ড সকল লোডিং অবস্থায় বজায় রাখতে হবে ;
১১। হ্যাচ কোমিং এবং এয়ার পাইপ সমূহের উচ্চতা ন্যূনতম ৭৫০ মিঃ মিঃ রাখতে হবে ;
১২। নৌযানসমূহকে অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মান বিধিমালা-২০০১ অনুযায়ী তৈরী হতে হবে এবং উক্ত বিধিতে বর্ণিত উপকূল অতিক্রম করার অন্যান্য শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।
১৩। অভ্যন্তরীণ জাহাজ লাইফ সেভিং ও অগ্নি নিরাপত্তা বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকতে হবে ;
১৪। পাইলট অপারেশনকালে, কুয়াশা থাকা অবস্থায়, জোয়ারের সময় কর্ণফুলী নদীতে নৌযান চালানো স্থগিত রাখতে হবে ;
১৫। নৌযানে ৩০ মিটার হোর্স পাইপ সহ একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পানির পাম্প থাকতে হবে;
১৬। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক তৈল পরিবহনের লাইসেন্স থাকতে হবে অথবা তৈল পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন সরকারী অনুমোদন থাকতে হবে।
১৭। বিস্ফোরক অধিদপ্তর হতে তৈল পরিবহনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি থাকতে হবে;
১৮। নৌযানটি বীমাকৃত হতে হবে বা ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য হতে হবে;
১৯। চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারার কর্তৃক লিখিতভাবে মহাপরিচালককে অবহিত করতে হবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্তির পর নৌযান মালিকের অনুকূলে অনুমতি পত্র জারী করতে হবে।

উল্লেখিত অভ্যন্তরীন তৈলবাহী (ট্যাংকার) নৌযানের উপকূল অতিক্রমের বিষয়ে ইতিপূর্বের সকল সার্কুলার বাতিল বলে গন্য হবে।

১৭/১২/১২
(কমডোর জোবায়ের আহমদ, এনডিসি, বিএন)
মহাপরিচালক

অনুলিপিঃ
(১) পরিদর্শক,অভ্যন্তরীন জাহাজ পরিদর্শনালয়,
ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল/খুলনা/চট্টগ্রাম/চাঁদপুর/ পটুয়াখালী।
(২) সভাপতি,বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন,আকরাম টাওয়ার,১৫/৫,বিজয় নগর(৬ষ্ঠতলা)রুম -১,২, ঢাকা।
(৩) চেয়ারম্যান, কোস্টাল শীপ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ৭৫/এ,কাকরাইল, ঢাকা।
(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈলবাহী জাহাজ মালিক সমিতি,বিসিআইসি ভবন, (১৫তলা) ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ,ঢাকা।
(৫) সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/৩২ পি.কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
... করিম মার্কেট, নারায়নগঞ্জ।